পরামর্শকের জন্য কার্যপরিধি (ToR):

"ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যপরিধি (ToR):

"ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

১।	**প্রকল্পের নাম**	ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)		
২।	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	কৃষি মন্ত্রণালয়		
৩।	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ		
৪।	**প্রকল্পের অবস্থান**	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
		রাজশাহী	রাজশাহী	গোদাগারি, দুর্গাপুর, পুঠিয়া এবং চরঘাট
			নওগাঁ	মহাদেবপুর, ধামৈরহাট, পত্নীতলা, সাপাহার এবং মান্ডা
			চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ	গোমস্তাপুর এবং শিবগঞ্জ
৫। **প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	
	ক) মোট	৪১২১.৮৫	৪০৬০.৯৪	
	খ) টাকা (জিওবি)	৪১২১.৮৫	৪০৬০.৯৪	
৬। **বাস্তবায়নকাল**		আরম্ভ	সমাপ্তি	
	মূল	০১-০৭-২০১৩	৩০-০৬-২০১৬	
	১ম সংশোধিত	০১-০৭-২০১৩	৩০-০৬-২০১৬	

৭। প্রকল্পের পটভূমিঃ

৭.১ বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সেচ অন্যতম চালিকাশক্তি। প্রকল্পটি গ্রহণের সময় প্রকল্প এলাকার ৫০-৫২% জমি সেচের আওতায় থাকলেও অন্যান্য এলাকার চাষাবাদ মূলতঃ বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রকল্প এলাকায় বৃষ্টিপাত হলে রোপা আমন ও আউশ আবাদ করা হয়। কিন্তু বিলম্বে বৃষ্টিপাতের কারণে আমন ধান রোপনে দেরী হয়। এছাড়া জমিতে ক্ষরা থাকলেও flowering stage এ পানির অভাবে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয় না। এ কারণে একর প্রতি ফলন কম হয়। সামগ্রিকভাবে প্রকল্প এলাকায় cropping intensity খুব কম।

৭.২ সরকার ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। প্রকল্প এলাকার ভিতর দিয়ে পদ্মা, মহানন্দা, আত্রাই ও ছোট যমুনা নদী ও তার শাখা প্রশাখা পর্যাপ্ত পানি বহন করে। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে নদীসমূহ শুকিয়ে যায়। এসকল নদীর কিছু অংশে 'Dhoa/Ditch' বিদ্যমান যেখানে সারা বছর পানি থাকে যা লো-লিফট পাম্পের (এলএলপি) সাহায্যে উত্তোলন করে সেচে ব্যবহার করা যায়। BMDA (Barind Multipurpose Development Authority) এর পক্ষ হতে এমন কিছু এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

৭.৩ রাজশাহী জেলার চারঘাট, পুঠিয়া এবং দুর্গাপুর উপজেলার ভিতর দিয়ে ৩০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের একটি খাস খাল/খাড়ী রয়েছে যা পদ্মা নদীর সাথে সংযুক্ত। পূর্বে খালটি গভীর থাকলেও তা মজে সরু ও অগভীর হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। উক্ত খালটি পুনঃখনন করে শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদী হতে পাম্পের মাধ্যমে খালে পানি উত্তোলন করে এলএলপি-এর মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া খালের বিভিন্ন পয়েন্টে সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে প্রয়োজন মোতাবেক সেচের পানি ব্যবহার করা সম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিকভাবে প্রকল্প এলাকায় ভূ-পরিস্থ সেচের পানি যোগান নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে "ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- খাস মজা খাল পুনঃখনন (৩০ কিঃমিঃ) ও প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ (১.৫০ কিঃমিঃ);
- সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ (৭টি);
- বিভিন্ন ডিসচার্জ ক্ষমতার এলএলপি/এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প স্থাপন (১১৭টি);
- বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (১২১টি);
- নদীতে পাম্প স্থাপনের জন্য ভাসমান পল্টুন স্থাপন (২ সেট);

- ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণ-১১৭ সেট (২৫০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৬০০-১০০০০ মিটার দৈর্ঘ্যের);
- ফিতা পাইপ ক্রয় (১০০০০ মিটার);
- পাম্প শেড নির্মাণ (৫০টি); এবং
- পুনঃ খননকৃত খাল/পাড়ে ফলজ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপন (১.১০ লক্ষ)

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানো;
- খাস মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে খালে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণের মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহারের প্রয়োজনে পানি ধরে রাখা;
- বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে নিয়ন্ত্রিত সেচের মাধ্যমে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা;
- ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের খরচ কমানো;
- ফলজ, ঔষধী ও বনজ চারা রোপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত বনজ সম্পদ সৃষ্টি করা;
- অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা; এবং
- প্রকল্প এলাকার দিনমজুর ও প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

১০। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (TOR) :

১০.১ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়সহ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১০.২ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি এর বাস্তব ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ;

১০.৩ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলীর বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন/পরিমাপ করা;

১০.৪ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান প্রধান কাজগুলোর প্রাসঙ্গিকতা ও ফলপ্রসূতা বিশ্লেষণ করা এবং যদি কোন সফলতার গল্প থাকে, বিশেষতঃ যে সকল বিষয়গুলো এই সফলতার পেছনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, তার ওপর আলোকপাত করা;

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে (টেন্ডার ডকুমেন্ট, দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, কন্ট্রাক্ট এওয়ার্ড ইত্যাদি) প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮) অনুসারে প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা। এক্ষেত্রে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে আইএমইডি প্রণীত ছকে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান করতে হবে;

১০.৬ পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে টেন্ডার ডকুমেন্টে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR অনযায়ী গুণগতমান ও পরিমাণ যথাযথ রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা এবং বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করা;

১০.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৮ প্রকল্পের ডিপিপিতে অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছে কিনা-তা পরীক্ষা করা;

১০.৯ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যাবলী যেমন-অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যলোচনা;

১০.১০ প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক বিশ্লেষণ করা;

১০.১১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির sustainability এর বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;

১০.১২ প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

১০.১৩ চুক্তিকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষ নির্দেশিক প্রাসংগিক/নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা; এবং

১০.১৪ প্রকল্পের exit plan সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

১০.১৫ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ, ফলাফল পর্যালোচনা করা এবং এর ভিত্তিতে সুস্পষ্ট পরামর্শ প্রদান করা;

১১। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

১১.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য প্রকল্প এলাকার শতভাগ এলাকা স্টাডি নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

১১.২ এই assignment এ বর্ণিত কার্যপরিধির প্রতিটিকে বিবেচনা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে হবে।

Nasim

১১.৩ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে মাঠ পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করতে হবে।

১১.৪ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প পরিচালক, BMDA (Barind Multipurpose Development Authority), DAE (Department of Agricultural Extension) and BADC (Bangladesh Agricultural Development Corporation) এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাভোগী যেমন-কৃষক, জনপ্রতিনিধি ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারীদের সাথে নিবিড় আলোচনা ও সভা অনুষ্ঠান করতে হবে।

১১.৫ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে FGD সভা, এবং KII এবং Questionnaire Survey পরিচালনা করতে হবে।

১১.৬ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনবোধে Case Study পরিচালনা করতে হবে।

১১.৭ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহকালে প্রকল্প এলাকায় beneficiary ও stakeholder দের সাথে আলোচনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।

১১.৮ প্রকল্প এলাকা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১১.৯ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি সমূহ dissemination এর জন্য একটি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা আয়োজন করতে হবে এবং উক্ত কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহ সন্নিবেশপূর্বক সমীক্ষা প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করতে হবে।

১১.১০ চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ৬০ কপি (বাংলায় ৪০ কপি এবং ইংরেজীতে ২০ কপি) মুদ্রণ করে মহাপরিচালক (সেক্টর-৪), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য এই মুদ্রণ ব্যয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে।

১১.১১ সকল প্রতিবেদন অবশ্যই নিকষ ও ফন্টে মুদ্রণ করতে হবে।

১১.১২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়-সময় আরোপিত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

১২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রমিক নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।
২.	(ক) টিম লিডার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি প্রকৌশল (সেচ অথবা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী) বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	• সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা; • টিম লিডার হিসেবে কমপক্ষে পাঁচটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • প্রকিউরমেন্ট (পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮) সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা;এবং • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	(খ) কৃষি প্রকৌশলী/পানি সম্পদ প্রকৌশলী	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি/পানি সম্পদ প্রকৌশল বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। (সেচ অথবা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী)	• সেচ অথবা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • কমপক্ষে তিনটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা;
	(গ)আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি /সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা/ নিবিড় পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	(ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	• পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।